COAST Trust

জলবায়ু সক্ষমতা

CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ২২; আগস্ট ২০২০ ॥ আষাঢ়, ১৪২৭

*বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট ট্রাস্ট জলবায়ুর পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে "**Climate Justice Resilient Fund-CJRF**" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও জলবায়ু অভিবাসী ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক জোট গঠনে সহয়তা করছে এবং যুবক, নারী ও শিশুদের সচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ও অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে, হতদরিদ্রদের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি প্রদান করছে।বর্তমানে উপকূলীয় ৭ টি জেলায় এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।*

সিজেআরএফের সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি এবং পর্যালোচনা সভা

চিত্রঃ নিউ ভেঞ্চার ফান্ডের পরিচালক হেথার ম্যাকগ্রের সাথে কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরীর ও সিজেআরএফ টিমের মুক্ত আলোচনার একটি পর্যায়, তারিখ: ১৩/০৬/২০২০

সিজেআরএফ প্রকল্পের অগ্রগতি এবং পর্যালোচনা শীর্ষক অনলাইন সভা গত ১৩ জুলাই ২০২০, বৃহস্পতিবার, বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিজেআরএফ প্রকল্পের সকল স্টাফ, প্রকল্প ফোকাল ও কোস্ট ট্রাস্টের পরিচালক সৈয়দ আমিনুল হক, নির্বাহী পরিচালক, রেজাউল করিম চৌধুরী এবং ওয়াশিংটন ডিসি, আমেরিকা থেকে সিজেআরএফ এর হিথার ম্যাকগ্রা অংশ নেন।

কোস্ট, নির্বাহী পরিচালকের সঞ্চালনায় সভায় মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিজেআরএফ প্রকল্পের, প্রকল্প ফোকাল। তিনি প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সমূহ যেমন- কর্মসূচী বাস্তবায়নের চিত্র ও পরবর্তী ফলাফল সমূহ, প্রকল্পের লক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের পরিবর্তন পর্যবেক্ষন এবং তার ফলে উপকূলীয় সুরক্ষা ও জলবায়ু ন্যায় বিচার ইস্যুতে তাদের অবদান সমূহ, প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ এবং সর্বোপরি আর্থিক অগ্রগতির চিত্র ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কৌশল সমূহ তুলে ধরেন।

চলমান মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশনা না থাকায় পাবলিক সেমিনার সহ জনসমাগম হয় এমন কার্যক্রম সমূহ যেহেতু বন্ধ রাখতে হচ্ছে, তাই অনলাইন ভিত্তিক পোগ্রামকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ আরো ৩ মাস বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজেট রিভিউর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রকল্পের ফলাফল নির্ভর বিষয়ের উপর ডকুমেন্টারী এবং প্রিন্টিং পাবলিকেশন তৈরি করা হবে।

কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু কৌশল সম্প্রসারণে প্রচারণা

ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে।ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এইসকল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ প্রায়শই আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে এবং চরম দারিদ্রতার মাঝে জীবন যাপন করছে।
দেখা দিচ্ছে প্রকট খাদ্যাভাব এবং বিভিন্ন রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছে।

আলোকচিত্র: ভোলাতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সম্প্রসারণে কমিউনিটি পর্যায়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছেন টেকনিক্যাল অফিসার আতিকুর রহমান, চিত্র গ্রাহক: কোস্ট ট্রাস্ট, তারিখ: ০৮/০৭/২০২০

তাদের আয় কমে যাচ্ছে, দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দারিদ্রতার শিকার হচ্ছে। প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য জলবায়ুসহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল (সিআইজিটি), বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিস্কাশন এবং স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক বার্তাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও বাস্তব জীবনে অনুশীলন এর মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই এই প্রচারণার মূল লক্ষ্য। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, এতে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করছে।

আলোকচিত্র: হাতিয়াতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সম্প্রসারণে কমিউনিটি পর্যায়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছেন টেকনিক্যাল অফিসার আফসার হসেন, চিত্র গ্রাহক: দ্বিউস, তারিখ: ০৮/০৮/২০২০

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই প্রচারণায় অংশগ্রহনকারীদের সুবিধার্থে বিষয়বস্তু ও ছবি সম্বলিত ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রচারণার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি বিশেষ করে নারী ও কিশোরী মেয়েরা নিরাপদ খাবার পানি এবং জলবায়ু সহিষ্ণু স্যানিটেশন ব্যবাহার, জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কৃষি পদ্ধতিগুলো যেমন- রংপুর মডেল, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত চাষ পদ্ধতি-মাছ, ফল ও বন) এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে এবং নিজেরা অনুশীলন করছে, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে।

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনেই লাভের মুখ দেখলেন খুকি আকতার

খুকি আকতার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সাইড পাড়া গ্রামের একজন দরিদ্র বাসিন্দা। স্বামী নাসির উদ্দীন পেশায় একজন মৎস্যজীবী, সাগরে মাছ ধরেন, শুধু মাত্র মাছ বিক্রির উপরই চলে তাদের সংসার। সাগরের নিয়মিত ঝড় এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে, বছরের প্রায় ৬-৭ মাসের এই সময়টা অত্যান্ত মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়, অনক সময় একবেলা খাবার ও জুটেনা তাদের।

আলোকচিত্রঃ ছাগলের মাচার সামনে কর্মরত খুকি আকতার। চিত্র গ্রাহকঃ পারভেজ হোসেন, টেকনিক্যাল অফিসার, কোস্ট ট্রাস্ট তারিখঃ ০৮/০৭/২০২০

২০১৬ সালে সাগরের তীব্র ভাঙনে বসত ভিটে হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং স্বামী, সন্তান সহ আশ্রয় নিয়েছিলেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশে। তাদের মতো একই ধরণের ভাগ্য বরন করতে হয়েছে অনেককেই।

দারিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে স্বামীর আয় থেকে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে বছর দুইয়েক আগে একটি ছাগল ক্রয় করেছিলেন। ছাগল পালনে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ না থাকা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রচলিত পদ্ধতিতেই অর্থ্যাৎ ভিজে ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে মাটির মধ্যেই তিনি ছাগল পালন করতে থাকেন এবং ৬ মাস পর ২টি বাচ্চা সহ ছাগলটি পিপিআর রোগে মারা যায়। এই অর্থনৈতিক ক্ষতি খুকি আকতারদের মতো দরিদ্রদের জীবনে অত্যান্ত গভীর প্রভাব ফেলে। কোস্ট-সিজেআরএফ প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত সচেতনতামূলক প্রচারণা যা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় তিনি সেখানে অংশগ্রহণ করে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে জানতে পারেন।

আলোকচিত্রঃ মাচার সামনে ছাগলের যত্ন নিচ্ছেন খুকি আকতার। চিত্র গ্রাহকঃ পারভেজ হোসেন, টেকনিক্যাল অফিসার, কোস্ট ট্রাস্ট তারিখঃ ০৮/০৭/২০২০

তার আগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে কোস্ট-সিজেআরএফ প্রকল্প ছাগল পালনের জন্য তাকে একটি মাচা তৈরীর কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে, তিনি আবারো স্বপ্ন দেখা শুরু করেন এবং ২টি ছোট ছাগল ক্রয় করেন। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের অবস্থা জানতে চাইলে খুকি আকতার বলেন মাচায় ছাগল পালনে তেমন কোন রোগ বালাই নাই, মলমূত্র প্রতিদিন পরিস্কার করা যায়, ছাগলের ঘর সব সময় শুকনা থাকে, বর্তমানে তার ছাগলের সংখ্য ৫টি গত জুলাই মাসে দুইটি ছাগল ১৩ হাজার টাকায় বিক্রি ও করেছেন। তিনি বলেন,অবশেষে মাচায় ছাগল পালন করেই লাভের মুখ দেখতে পেয়েছি, তিনি আরো বড় পরিসরে ছাগল পালনের চিন্তাভাবনা করছেন এখন।

সিজেআরএফ প্রকল্পের পার্টনারদের সাথে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত

চিত্রঃ কোস্ট-সিজেআরএফ টিম এবং এডভোকেসি পার্টনারদের সাথে প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়ে মুক্ত আলোচনার একটি পর্যায় তারিখঃ ১৩/০৭/২০২০

সিজেআরএফ প্রকল্পের কার্যকমের অংশ হিসেবে গত ১৩ জুলাই ২০২০ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় প্রকল্পের সকল পার্টনারদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোস্ট ট্রাস্ট, এসডিআই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, আইসিডিএ, এনআরডিএস, ইপসা, অ্যাওসেড এবং উদয়ন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কোস্ট-সিজেআরএফ প্রকল্পের প্রকল্প ফোকাল সৈয়দ আমিনুল হকের সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন উক্ত প্রকল্পের পোগ্রাম-হেড মো: আবুল হাসান, তিনি ২০১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি, অর্জন, ২০২০ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মকৌশল সমূহ, সরকার কতৃক গৃহীত উপকূলীয় সুরক্ষা বিষয়গুলোতে পার্টনারদের পর্যবেক্ষণ আরো জোরদার করতে নির্দেশকগুলো শক্তিশালী করা, বাস্তবায়িত সেমিনার থেকে কাঙ্খিত আউটপুট সমূহ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রতিবন্ধকতা সমূহ আলোচনা করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে ভবিষ্যত কৌশল সমূহ নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহনকারীরা জলবায়ু ন্যায় বিচারের সাথে কোভিড-১৯ ইস্যুকে যুক্ত করার আহবান জানান, পাশাপাশি জনসমাগম এড়িয়ে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সেমিনার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন।

সিজেআরএফ প্রকল্পের কার্যক্রম, লক্ষ্য এবং অর্জন জুলাই, ২০২০

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	লবণাক্ততা পরিমাপের জন্য পিপিটি পর্যবেক্ষণ	০২	০২
২	সকল স্টাফদের সাথে মাসিক অনলাইন মিটিং	০১	০১
৩	পার্টনার মিটিং	০১	০১
৪	সিএআইজিটি, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন সম্প্রসারণে প্রচারণা	২০	৮
৫	জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উপকরণ বিতরণ	২০	১২

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ''সিজেআরএফ'' প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্যঃ
মো : আবুল হাসান
প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট ট্রাস্ট, সজেআরএফ প্রকল্প।
*মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, **hasan@coastbd.net***
মো: সালেহীন সরফরাজ, সমন্বয়কারী, পার্টনারশিপ এন্ড এডভোকেসি
কোস্ট ট্রাস্ট- সিজেআরএফ প্রকল্প।
*যোগাযোগঃ ০১৭০৮১২০৩৩৫, **anik@coastbd.net***

প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
www.coastbd.net